রাষ্ট্র বা সংবিধান হিজাব না পরার কারণে কোনো নাগরিককে হেনস্তা করার অধিকার কাউকে দেয় নি

পোশাক নির্বাচনে ব্যক্তির স্বাধীনতা থাকা গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনভাবে নির্বাচিত নিজের পছন্দের পোশাকেই মানুষ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, যে পছন্দে ভূমিকা রাখে ব্যক্তির রুচি, আবহাওয়া, উপলক্ষ, সামর্থ্য, প্রথা ইত্যাদি। ধর্মীয় বা অন্যবিধ কারণে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ওপর কোনো বিশেষ পোশাক পরা বা না পরার সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া তার অধিকারের লঙ্ঘন। কিছু বিশেষ পেশায় নির্দিষ্ট ইউনিফর্ম পরা বাধ্যতামূলক। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের বা অনুষ্ঠানের ড্রেস কোডও থাকে বা থাকতে পারে। এই ব্যতিক্রম গ্রহণযোগ্য, যেহেতু ব্যক্তি পোশাকের শর্ত জেনে ও মেনেই নির্দিষ্ট পেশায় যোগদান করেন বা অনুষ্ঠানে যান। কিন্তু আমরা অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে লক্ষ করছি, উগ্র ধর্মান্ধ মতাদর্শতাড়িত গোষ্ঠীর নারী-পুরুষের দ্বারা হিজাব না পরার কারণে আমাদের নারী ও মেয়েদের যত্রতত্র বুলিং, টিজিং ও হেনস্তার শিকার হতে হচ্ছে। এরকম অসংখ্য ঘটনার মধ্যে গত কয়েক মাসে বেশ কয়েকটি ঘটনা গণমাধ্যমে উঠে এলে সেসব ঘটনার বিরুদ্ধে অনলাইনে ও অফলাইনে তীব্র প্রতিবাদ হয়। কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে প্রতিবাদের অংশ হিসেবে কোথাও কেউ হিজাবধারী কোনো নারীকে পালটা হেনস্তার চেষ্টা করে নি।

হিজাব ইসলামি নাকি আরবীয় পোশাক সেই বিতর্কে না গিয়েও দক্ষিণ এশিয়ায় ধর্মীয় মৌলবাদ এবং চরমপন্থার সাম্প্রতিক উত্থানের প্রেক্ষাপটে একে মানবাধিকার ও নারী অধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মীয় নেতারা নারী ও মেয়েদের হিজাব পরা বা পর্দা না করাকে যেভাবে উপমায়িত করেন তা খুবই আপত্তিকর। হিজাব ছাড়া মেয়েদের তারা 'ছিলা কলা' ও 'তেঁতুল'-এর সাথে তুলনা করেন, যা দেখে নাকি পুরুষের লালসা জাগ্রত হয়। এই তুলনা নারীদের যৌনবস্তু হিসেবে অবনমিত করে। তাদের যুক্তি হলো, 'মিটসেফের দরজা খোলা থাকলে সেখানে বিড়াল হানা দেবেই'। প্রথমত, এই দৃষ্টিভঙ্গি নারীকে রাষ্ট্রের সমান নাগরিক তো দূরের কথা, মানুষ হিসেবেই স্বীকার করে না; দ্বিতীয়ত, নারীর ওপরে 'বিড়াল'রূপী পুরুষের হামলে পড়াকে যৌক্তিক ভিত্তি দেবার অপপ্রয়াস করে। এভাবে দেখলে নারী ও মেয়েশিশুর প্রতি যৌন সহিংসতায় কোনো 'অপরাধ হয় না', কারণ ভিকটিম নিজেই এখানে আমন্ত্রণকারী! তাদের এই যুক্তি যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত তা প্রমাণিত হয় পুরো শরীর ঢেকে বোরকা পরা বিভিন্ন বয়সী হিজাবি নারী এবং শিশুদেরও যৌন সহিংসতার নির্মম শিকার হতে দেখে।

উল্লিখিত অবস্থাই নারীর মনে ভয় ধরিয়ে দিয়ে তাদের হিজাব পরতে মানসিকভাবে তৈরি ও বাধ্য করে, অথচ প্রচার করা হয় নারীর পোশাক নির্বাচনের 'স্বাধীন ইচ্ছা' বলে। হিজাব পরা ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী অত্যাবশ্যকীয় শর্ত নয়। ভারতের কর্ণাটকের সুপ্রিম কোর্টের রায়েও তা বলা হয়েছে। ড. জাকির নায়েকও বিষয়টি স্বীকার করেছেন এবং রায়ের প্রতি একমত পোষণ করেছেন। বলেছেন, হিজাব শালীনতার প্রয়োজনে, ধর্মীয় বাধ্যবাধকতার কারণে নয়। বস্তুতপক্ষে, এই মতাদর্শ নারীকে চার দেয়ালের ভেতরে বন্দি রাখতে চায় এবং বাইরের জগতে তাদের অনুপ্রবেশকারী হিসেবে চিহ্নিত করে। নারীদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং তদসংশ্লিষ্ট ক্ষমতা ও প্রভাববলয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাদের প্রান্তিকতা ও বৈষম্যের দিকে ঠেলে দেয়। এই মতাদর্শ নারীদের শক্তিহীন ও পুরুষের ওপর নির্ভরশীল করে তোলে এবং সহিংসতা ও বাল্যবিয়েকে টিকিয়ে রাখে। নারী নির্যাতনকারী ও যৌন অপরাধীদের শাস্তির আওতা থেকে রেহাই দিতেই ধর্মকে ব্যবহার করে এই মতাদর্শ প্রচার করা হয়। এই প্রেক্ষাপট থেকে হিজাবকে পছন্দের অধিকার হিসেবে বিবেচনা করা নারী আন্দোলনের জন্য আত্মপরাজয়ের শামিল।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নে যে সাফল্য দেখিয়েছে, তার অন্যতম কারণ তৃণমূল নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ। এই অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করতে হলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের নেতৃত্বের অবস্থানে আসবার পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ অধ্যুষিত বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি পরিচালিত হয় তার সংবিধান অনুযায়ী, কোনো বিশেষ ধর্মের বিধান অনুযায়ী নয়। ধর্ম, লিঙ্গ, জাতিসত্তা নির্বিশেষে এখানে সবার অধিকার সমান। কাজেই মনে রাখতে হবে, রাষ্ট্র বা সংবিধান হিজাব না পরার কারণে কোনো নাগরিককে হেনস্তা করার অধিকার কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে দেয় নি।